৩। অ্যারিস্টটল — রাষ্ট্রের প্রকৃতি, উদ্ভব, উদ্দেশ্য

উঃ প্লেটোর মতই অ্যারিস্টটল বিশ্বাস করেছে, রাষ্ট্রের অভিন্ন সংবিধানকে সুদৃঢ় করে তোলার জন্য, রাষ্ট্র-ব্যতীত কোন ব্যক্তিই তার জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারে না, প্রতিটি মানুষই রাজনৈতিক জীব, সুতরাং রাষ্ট্রব্যতীত সুন্দর সুখী জীবন যাপন করা সম্ভব না, যেহেতু রাষ্ট্র ব্যক্তি-জীবনের পথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত সেহেতু রাষ্ট্র একটি স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান বা সংঘ, অ্যারিস্টটল এই রূপ সংঘের নামকরণ করেছেন 'পলিস', রাষ্ট্রকে তিনি সংঘ বা সম্প্রদায়রূপে উল্লেখ করে বলেছেন যে, ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের বিরোধিতার কোন কারণ নেই, ব্যক্তির দাবি-দাওয়া কামনা বাসনার পূর্ণতা ঘটে রাষ্ট্রের অভিত্বের মধ্যে দিয়েই তিনি দেখিয়েছেন যে, রাষ্ট্র একটি সংঘ বা 'পলিস' রূপে অভিহিত হলেও রাষ্ট্রের অন্তর্গত অন্যান্য সংঘ, যেমন — পরিবার থেকে তার শ্রেষ্ঠত্ব আছে; আবার একটি স্বতন্ত্র চরিত্র, রাষ্ট্র হচ্ছে সংঘ সমূহের সংঘ, প্লেটোর মতে এই পরিপ্রেক্ষিতে অ্যারিস্টটলের বক্তব্য এই যে, প্লেটো সংঘ বলতে শুধুমাত্র পরিবারকেই নির্দেশ করেছেন, বাস্তবপক্ষে অ্যারিস্টটল শুধুমাত্র পরিবারকে সংঘরূপে স্বীকৃতি প্রদান না করে গ্রামগুলিকেও সংঘরূপে স্বীকৃতি দেন, তার মতে গ্রামসমূহ ও পরিবার সমূহের সুদৃঢ় ঐক্যেই রাষ্ট্রের আদর্শিক দিকটি ফুটে উঠবে,

অ্যারিস্টটল মনে করেন পরিবার যদি একটি স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান হয়, তাহলে রাষ্ট্রও একটি স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি নিজের স্বনির্ভরশীলতার জন্য এবং শুধু অস্তিত্বকে বিকাশ করবার জন্যই পরিবার গঠন করে, অধ্যাপক তাঁর ভাষায়:

" Here fore it does not (কাজ করেও না) human growth but fosters it; it is like a test not like a cage." পরিবার গঠনের প্রেরণাই মানুষকে রাষ্ট্র গঠনে উন্মুখ করেছে, আদিম মানব সমাজে মানুষ নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্য তথা শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য সমাজ গঠন করেছিল, ক্রমে মানুষ যখন স্বনির্ভর হতে চাইল, গঠন করল পরিবার, পরিবার থেকেও যখন তার পরিপূর্ণতা ঘটল না, গঠন করল গ্রাম, জীবনযাত্রা জটিল হওয়ার সাথে সাথে তারা গ্রামগুলিকে একতার সূত্রে গ্রথিত করল, এইভাবে সংঘাত প্রকৃতিই তাদের শিক্ষা দিল রাষ্ট্র গঠনের উপযোগিতা।

রাষ্ট্র যে শুধু সদস্যদের ব্যক্তিগত স্বার্থ বা ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষা করে তাই নয়, অ্যারিস্টটল রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যকে আরও ব্যাপক রূপ দান করে উল্লেখ করেন যে, রাষ্ট্র হচ্ছে সর্বসাধারণের মঙ্গলসাধনার জন্য প্রতিষ্ঠিত একটি স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান।

অ্যারিস্টটলের মতে রাষ্ট্র একটি স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্র স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান এই দুই অর্থে যে রাষ্ট্র যেন আরোপিত প্রতিষ্ঠান নয়, মানুষের জীবনকে

এই প্রতিষ্ঠান পরিচালিত করে ব্রহ্ম। অসীমের অন্তর্নিহিত ইচ্ছা থেকেই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে তার হয়, এরই কারণে মানুষ রাজনৈতিক জীব, যে ব্যক্তি রাষ্ট্রের বহির্ভূত এলাকায় বাস করে; সে হয় পশু না হয় হীনমানব, না হয় অতিমানব।

অ্যারিস্টটলের মতে রাষ্ট্রের অবশ্যই অন্যান্য প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা রাষ্ট্রই হবে সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান, অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বলতে তিনি বিশেষত: ইঙ্গিত করেছেন পরিবার ও গ্রামকে। পরিবার বা গ্রামের লক্ষ্য অপেক্ষা ভিন্ন নয়, উভয়েরই লক্ষ্য হবে সুখী ও সুন্দর জীবন গঠনে ব্যক্তিকে সহায়তা করা কিন্তু রাষ্ট্রের এই উদ্দেশ্য মত ব্যাপক এবং রাষ্ট্র যে পরিমাণে ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, গ্রাম বা পরিবারের উদ্দেশ্যগত ব্যাপকতা বা নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সেই পরিমাণে কম।

দ্বিতীয়ত: রাষ্ট্র সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান এই অর্থে যে রাষ্ট্রই অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে উদ্দেশ্য হতে সহায়তা করে থাকে। রাষ্ট্রের ~~সহায়তাতেই~~ সহায়তাতেই পরিবার গুলি গ্রামে রূপান্তরিত হয় এবং গ্রামগুলির সম্মিলিত রূপ হবে রাষ্ট্র।

তৃতীয়ত: গ্রাম বা পরিবারের সাধীন সত্তার মধ্যে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ ঘটতে পারে রাষ্ট্রের বৃহত্তর পরিবেশের মধ্যে তার ও পরিপূর্ণতা ঘটে।

চতুর্থত: রাষ্ট্রের বৃহত্তর পরিসরে ব্যক্তি তার গুণগত উৎকর্ষতাকে চরমভাবে পরীক্ষা করার

সুযোগ পায়, তার নৈতিক ও বৌদ্ধিক গুণাবলীতে ~~সমা~~ সমাজের সকল ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত তার সুযোগ পায়, অবশ্য ব্যক্তিদের কর্তব্যবোধ তথা অন্যের প্রতি অনুপ্রেরণা দেয়, সুতরাং এই সব দিকগুলি বিবেচনা করলে রাষ্ট্রের অর্থেক প্রতিষ্ঠান তা সাধারণভাবেই বলা যেতে পারে।

ব্যাপকিস্টদের রাষ্ট্রতত্ত্ব: রাষ্ট্রের প্রকৃতি ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে যে দেহের অংশগুলি নিয়ে যেমন সমগ্র শরীর গঠিত তেমনি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত অংশ স্বরূপ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে রাষ্ট্র গঠিত, পরিবার বা গ্রাম কারোরই কোনো অস্তিত্ব থাকত না যদি না তারা রাষ্ট্রের অঙ্গ অন্তর্ভুক্ত হত।

দ্বিতীয়ত: সামগ্রিক ধারণাটির তাৎপর্য আরও বেশী ব্যাপক, শুধুমাত্র বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সংগঠনের মাধ্যমেই 'সমগ্র' - এর বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে সম্ভব পারস্পরিক সংযুক্ত এবং এক 'সমগ্র' এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে, সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলির ঐক্যতানে রাষ্ট্রের সামগ্রিকতার পরিপূর্ণতা ঘটে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে রাষ্ট্রের পূর্বে পরিবার বা গ্রামের অস্তিত্ব দেখা যায়না, কিন্তু যুক্তির নিরিখে রাষ্ট্রই পরিবার, গ্রাম এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে অস্তিত্ব দেয়। যেহেতু রাষ্ট্রই হয় এ 'সমগ্র'।

জীবদেহের অঙ্গের আগে দেহ ~~কাঠামোর~~ যেমন একটি অটুট কাঠামো আছে, তেমনি রাষ্ট্রের কাঠামোর সামনে ক্ষুদ্র অংশ ব্যক্তির

একটি সুগভীর অর্থ আছে, একটি হাত না থাকলে জীবদেহের যেমন অঙ্গহানির পূর্ণতা ঘটেনা, তেমনি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত না হলে রাষ্ট্র অঙ্গহানির রূপ পায়না, রাষ্ট্র একটি অস্থায়ী শক্তি রূপে পরিগণিত হলেও তার কোনও অবাধ বৃদ্ধির স্থান কাম্য নয়, অথবা বিভিন্ন সময় দার্শনিকরূপে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব স্থান দেয়নি, এইভাবে তিনি চরম ভাববাদী দর্শনকে যেমন প্রত্যাখ্যান করেছেন, তেমনি ব্যক্তিতান্ত্রিক নৈরাজ্যবাদকেও প্রত্যাখ্যান করে উল্লেখ করেছেন যে ব্যক্তিকে নিয়েই রাষ্ট্র গঠিত হয়, রাষ্ট্রের লক্ষ্য হচ্ছে অর্থপূর্ণ জীবনের সুন্দর, নিরাপদ, সুখী জীবনের সূত্রপাত ঘটানো,

রাষ্ট্রের মধ্যেই পরিবার, গ্রাম এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জীবন ও লক্ষ্য নিহিত, তাদের লক্ষ্যে উন্নীত হতে সহায়তা করে রাষ্ট্র, অ্যারিস্টটল রাষ্ট্রকে ক্রমবিকাশমূলক প্রতিষ্ঠানরূপে কল্পনা করেন,

অ্যারিস্টটলের ভাষায় রাষ্ট্র হল "Union of families and villages in a perfect and self sufficing life, by which we mean a happy and honourable life." তাঁর এই রূপ অভিমতকে লক্ষ্য, গ্রীক প্রমুখ আধুনিক রাষ্ট্রতাত্ত্বিকদের অন্য অনেকেই সমর্থন করেছিলেন, অপরপক্ষে, হবস, বেনথাম এবং অন্য ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী গণ রাষ্ট্রকে যেমন ব্যক্তির অধিকার সংরক্ষণের হাতিয়ার রূপে কল্পনা করেছেন, অ্যারিস্টটল রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধিকে তেমনি অত

অসীম গভীর অর্থে আবদ্ধ করে রাখেনি, অর্থাৎ করেনা যে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হবে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত অধিকার, স্বাধীনতাকে রক্ষা অথবা নিরাপত্তা বা অন্যায় অবিচারকে দূর করা, রাষ্ট্রের এইসব কাজগুলি হল গৌণ, রাষ্ট্রের অস্তিত্বের মুখ্য উদ্দেশ্য হবে ব্যক্তিকে নৈতিক উৎকর্ষে উন্নীত করা, এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করা যাতে অবকাশ জীবনের মাধ্যমে ব্যক্তি সর্বোচ্চ মঙ্গলের দ্বারদেশে উপনীত হতে পারে।

সর্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য রাষ্ট্রের কাজ হল প্রয়োগের দুষ্টের দমন অথবা আলোচ - দুষ্কর্মের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সীমিত থাকে তবে সে প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্র নামের অযোগ্য, রাষ্ট্রের মূল ইতিহাস হবে ব্যক্তির মঙ্গলময় জীবনের সূত্রপাত ঘটান, রক্তচক্ষু বা চাবুকের ভয়ে দুষ্কর্মগুলি আপাতভাবে অবদমিত হতে পারে, কিন্তু অন্যায়, অবিচার, শোষণ, নীতিহীন ইত্যাদি যা কিছু মানব হিতৈষণার পরিপন্থী, তাদের চিরতরে নির্বাসন দেওয়ার জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থা, যে শিক্ষাব্যবস্থা পুস্তিগত বিদ্যাকে সীমিত না রেখে ব্যক্তিকে উন্নীত করবে, নৈতিক-মূল্যবোধ-সম্পন্ন মঙ্গলময় জীবনের গভীরতম সত্যে।